১। চিহ্নিত সেবার নাম: **শুদ্ধাচার চর্চা**

২। সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়? (বিবরণ পয়েন্ট আকারে বা প্রসেস ম্যাপ আকারে দেয়া যেতে পারে):

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনা অনুযায়ী পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি দৈনিক সমাবেশে প্রতিদিন ২০টি নীতিবাক্য পাঠ করানো হয়।
- পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতা শিক্ষা ও গতানুগতিক কর্মকান্ডে শিক্ষার্থীরা মূখস্ত করাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাদের আচারনিক তেমন পরিবর্তন দেখা যায় না।

৩। চিহ্নিত সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণ:

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	সমস্যার কারণে সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি
তারা ভালো এবং মন্দ কথা বা কাজের পার্থক্য বুঝতে পারে না।	কুশিক্ষা এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন পারিবারিক আবহ	সৎ, চরিত্রবান মানুষ হয়ে গড়ে উঠছে না
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা একে অন্যকে বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিক ভাবে আঘাত করে, গালি দেয়া,খ্যাপানো, মারামারি ইত্যাদি লেগে থাকে।	সহানুভূতি, সমানুভূতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারনা না থাকা	শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্থিরতা, হিংসাত্নক মনোভাব, স্বার্থপরোতা, অন্যায় করার প্রবনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতি: (Where, Who, How Much, What and Why) • শিক্ষার্থীদের শেখা এবং বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। • সহপাঠীদের সাথে বুলিং, ঝগড়া এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। • মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতার ঝুঁকি বাড়তে পারে। • সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং একাকীত্ব অনুভব করতে পারে। এর ফলে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং আত্ম-সম্মানের সমস্যা দেখা দিতে পারে। • শিক্ষার্থীরা নিজের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার উপর মনোনিবেশ করে বলে আত্ম-কেন্দ্রিক এবং অহংকারী হিসেবে দেখা যেতে পারে। • অন্যদের আবেগ বুঝতে পারে না তারা অসম্মানজনক, আক্রমণাত্মক বা অন্যথায় ক্ষতিকর আচরণে জড়িত হতে পারে। • অসহানুভূতিশীল,কঠোর, নিষ্ঠুর,অমানবিক, অনৈতিক নাগরিক হিসেবে তৈরি হতে পারে।		

৪। সমস্যা সমাধানে প্রস্তাবিত আইডিয়াটির শিরোনাম: **“ক্ষুদে আলোকবর্তিকা”**

৫। সমাধান প্রক্রিয়া (তা বুলেট পয়েন্ট আকারে ধারাবাহিক আকারে লিখতে হবে)

- উক্ত ইনোভেশন ও ক্ষুদে আলোকবর্তিকা কার্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষক, এস এম সি কমিটি ও পিটিএ কমিটিদের নিয়ে অবহিত করন সভা।
- মা সমাবেশে বিষয়টি আলোচনা করে সকল শিক্ষার্থীদের একটি করে ডায়েরি দেয়ার ব্যবস্থা করা।

- উক্ত ডায়েরীতে শিক্ষার্থীরা প্রতিদিনের একটা ভালো কাজ লিখে রাখবে।
- রং এর খেলা: (রং এর গেম এর মাধ্যমে আমরা বৈচিত্র ঐক্য ও সম্প্রীতি ধারণা তুলে ধরেছি। আমরা মানুষ। আমরা আসলে বিভিন্ন পরিবারের হলেও একই মানুষ। আমাদের সবার রক্ত লাল যা পরিবর্তন করা যায় না) এখান থেকে শক্ষা নিয়ে আমরা সমানুভূতির গাছ তৈরি করি। সেখানে তারা প্রতিজ্ঞা লিখে রাখবে।
- সাদা কাগজের গেম: আমরা প্রায় অন্যকে আঘাত করি, বুলি করি, গালি দেই, মারামারি করি, হিংসা ঘৃণা করি। তখন আমরা বলি সরি। মাঝে মাঝে সরি বললেও কিন্তু কিছু ঠিক হয় না। কিছু কষ্ট সারা জীবন থাকে। সাদা কাগজ খেলে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পাবে। সাদা কাগজ প্রথমে কোন দাগ থাকে না যদি আমরা কাগজকে মুচড়িয়ে মারি তাহলে কাগজে অনেক দাগ পড়ে। শত চেষ্টা করেও সেই দাগ দূর করা যায় না। কাগজকে সরি বললেও দাগ চলে যায় না। ঠিক অনুরূপভাবে কারো মনে আঘাত করলেও সেই দাগ দুর করা যায় না।
- বন্ধুর জন্য ভালো কিছু বলি: একটা দেয়ালে আমরা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নামে একটা করে বালতি তৈরি করি। সেখানে প্রতি সপ্তাহে বন্ধুর জন্য পজেটিভ কিছু কথা লিখে রাখবে।
- এরপর তারা নিজ নিজ ডায়রীতে প্রত্যেকদিন একটা করে ভালো কাজ করে লিখবে। ৩৬৫দিনে ৩৬৫টি ভালো কাজ। ভালো কাজ যারা করে তারাই সমাজে আলো ছড়িয়ে থাকে।
- প্রতি মাস শেষে এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে এমন শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে শ্রেণিওয়ারী ৩জন অর্থাৎ ১৫জন শিক্ষার্থীদের “ক্ষুদে আলোকবর্তিকা” নির্বাচন করা হবে এবং “ক্ষুদে আলোকবর্তিকা” ব্যাচ দেয়া হবে।
- প্রতিমাসে ১৫জন বিজয়ী শিক্ষার্থীরা মাস ব্যাপী “ক্ষুদে আলোকবর্তিকা” ব্যাচ ধারণ করে থাকবে। মাসের প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের ভালো কাজগুলো নিয়ে একটি করে শিকল তৈরি করা হবে। সেই কর্ণারের নাম ভালো কাজের শিকল। ১২ মাসে ১২টি শিকল তৈরি করা হবে। পরিচর্যা প্রতিটা মানুষকে শুদ্ধ করে। আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রজন্মের কোনো বিকল্প নেই–কথাটি মাথায় রেখে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা কেন্দ্র হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নানামুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। তবেই শিক্ষার্থীদের ভালো কাজ করতে উৎসাহিত এবং খারাপ কাজে নিরুৎসাহ করতে হবে।

রং

সমানুভূতি বৃক্ষ

সাদা কাগজের গেম

কি

ভালো কাজের ডায়রী **Peace Corner**

৬। প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV):

	প্রত্যাশিত ফলাফল	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	শিশুরা অনায়াসে কটু কথা বা গালি দিচ্ছে পরস্পরকে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা একে অন্যকে বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিক ভাবে আঘাত করে, গালি দেয়া, খ্যাপানো, মারামারি ইত্যাদি লেগে থাকে। তারা ভালো এবং মন্দ কথার পার্থক্যও বুঝতে পারত না। একে অন্যকে বুলি করার ফলে অনেক কন্যা শিশু বিদ্যালয় আসতে চাইত না। একটা জরিপে দেখেছি তাদের পারিবারিক আবহ থেকেই তারা এগুলো শিখেছে। এবং বর্তমানে বিভিন্ন মাধ্যমে এটা জানা যায় পারিবারিক ও সামাজিক আবহগুলিই শিশুদের এসব শিখতে বা করতে উৎসাহিত করছে। চারিদিকে মন্দ বলা, মন্দ ভাবা, মন্দ চলা ও মন্দ করার একটি সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে।।	বেশি	বেশি	বেশি
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	“ক্ষুদে আলোকবর্তিকা”কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর গালি দেয়া,খ্যাপানো, বুলি, মারামারি ইত্যাদির প্রবনতা প্রায় বন্ধ হয়ে হয় গেছে। ভালো কাজের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। কেউ খারাপ কিছু করলে অন্যরা তাকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করে। এই উদ্ভাবন শিক্ষার্থীদের নৈতিক গুনাবলী বিকশিত করছে এবং তাদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী যুক্ত করছে। এছাড়াও- ১. শিক্ষার্থীদের মাঝে ভালো কাজের প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হবে, ২. নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটবে ও ৩. প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে। ৪. গালি দেয়া,খ্যাপানো, মারামারি ইত্যাদির প্রবনতা বন্ধ হয়ে হয় গেছে। ৫. তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে। সেই সাথে সমাজ পরিবর্তনে ভুমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।	কম	কম	কম
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	শিশুরা আগের মতন অনায়াসে পরস্পরকে গালি দেয়না বা পরস্পরের বাবা মা তুলে কটু কথা বলেনা। মারামারি করে না। ওদের অভিভাবকদের কাছে জেনেছি যে ওরা বাড়িতে বড়দের এবং ছোটদের ও ভালো কাজ করতে উৎসাহ দেয়।শিশুদের আচরনে এবং মননে পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়েছে। এই কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের নৈতিক গুনাবলী বিকশিত করবে এবং তাদের	কম	কম	কম

	মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী যুক্ত করবে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে ।এই কৌশলে হাসি খেলা আর আনন্দের মাধ্যমে শিশুদের অন্তরে ভালো কাজ করার বীজ রোপিত হবে এবং মননে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। সেই সাথে সমাজ পরিবর্তনে ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবে। **পার্শ্ববর্তী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলেছেন,'ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আসা শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে অনেক উন্নত।'**			

অন্যান্য সুবিধা: নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি তার নীতিতে অটল থাকে। মূল্যবোধ ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন একজন মানুষকে শুদ্ধ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে- তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও মানুষকে সুনাগরিক হওয়ার পথ তৈরি করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন-'আমলা নয়, মানুষ সৃষ্টি করুন' । এই আদর্শ সামনে রেখে আমার লক্ষ্য হবে, 'নৈতিকতা চর্চা হোক প্রাথমিক পর্যায় থেকে'

৭। রিসোর্স ম্যাপ:

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	শিক্ষক, শিক্ষার্থী,অভিভাবক	-	-
বস্তুগত	ভালো কাজের ডায়রী	৫৩০০/=	অভিভাবক
অন্যান্য	শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষকবৃন্দ এবং অভিভাবকদের সুপরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহন করেছি তাদের কাছে চিরঋণী।	-	-
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ: প্রত্যেক অভিভাবক নিজ সন্তান এর জন্য ২০টাকা মূল্যের একটি করে ডায়রির ব্যবস্থা করবেন।		২৬৫×২০= ৫৩০০/-	অভিভাবক অনুদান

৮। বাস্তবায়নকারী টিম (উদ্যোগটির পাইলট বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিটি অফিসে যে টিম গঠন করা প্রয়োজন)

টিম লিডার	**সদস্য**	**সদস্য**	**সদস্য**	**সদস্য**	**সদস্য**	**সদস্য**
১,দিলরুবা খাতুন প্রধান শিক্ষক ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী। **টিম কো-লিডার** কৃষ্ণা রানী কুন্ডু সহ শিক্ষক ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী। **সদস্য সচিব** মোঃ বাবর আলী সভাপতি, এস,এম,সি ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া,	সুরাইয়া পারভীন সহ শিক্ষক ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী।	শিবানী রানী সহ শিক্ষক ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী।	ফারজানা আমিন সহ শিক্ষক ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী।	তাসনুবা মরিয়ম সহ শিক্ষক ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী।	মাকসুদা আক্তার সহ শিক্ষক ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী।	রত্না খাতুন সহ শিক্ষক ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী।

৯। আইডিয়া পাইলট করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম:

ক্রঃ	এক্টিভিটি	কে করবে?	Time												
			ডিসেঃ	জানুঃ	ফেব্রুঃ	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেঃ	অক্টোঃ	নভেঃ	ডিসেঃ
১	এস.এম.সি, শিক্ষক. পিটিএ অবহিত করন সভা	ইনোভেশন টিম													
	মা সমাবেশ	সংশ্লিষ্ট শিক্ষক													
	ডায়রী প্রদান	অভিভাবকবৃন্দ													
	রং এর খেলা:	সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী													
	সাদা কাগজের গেম	সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী													
	বন্ধুর জন্য ভালো কিছু বলি	সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী													
	ভালো কাজের ডায়েরী	শিক্ষার্থী													
	ক্ষুদে আলোকবর্তিকা ব্যাচ প্রদান	ইনোভেশন টিম													
	Peace Corner (ভালো কাজের শিকল তৈরি)	সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী													

১০। Details of the owner:

নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নং	ই-মেইল	আইডিয়া পাইলটিং এলাকা
দিলরুবা খাতুন	**টিম লিডার**, প্রধান শিক্ষক	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী।	০১৭২৭৩০০৪৫৪	Dilrubakhatundhadasputhya @gmail.com	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,পুঠিয়া, রাজশাহী।
কৃষ্ণা রানী কুন্ডু	কো-টিম লিডার, সহকারী শিক্ষক	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী।	০১৭৫৩৫২১১৭৭	krishnaranikundu1966 @gmail.com	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,পুঠিয়া, রাজশাহী।
সুরাইয়া পারভীন	সদস্য, সহকারী শিক্ষক	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী।	০১৫৩০১৩৫১৯৬	suraia22@gmail.com	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,পুঠিয়া, রাজশাহী।
শিবানী রানী	সদস্য, সহকারী	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	০১৭২৩৬৫২৭৭৬	shibaniputhia@gmail.com	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,পুঠিয়া,

	শিক্ষক	পুঠিয়া, রাজশাহী।			রাজশাহী।
মোছাঃ ফারজানা আমিন	সদস্য, সহকারী শিক্ষক	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী। ।	০১৭৩১৯১৩৬৭৯	ffarjanadhadash1977 @gmail.com	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,পুঠিয়া, রাজশাহী।
তাসনুবা মরিয়ম শাপলা	সদস্য, সহকারী শিক্ষক	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী।	০১৭১৮৭৮৫৬২৫	Shapladhadashgps @gmail.com	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,পুঠিয়া, রাজশাহী।
মোছাঃ মাকসুদা আকতার	সদস্য, সহকারী শিক্ষক	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী।	০১৭৩৬৩৫২৭৪০	amaksuda263@gmail.com	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,পুঠিয়া, রাজশাহী।
রত্না খাতুন	সদস্য, সহকারী শিক্ষক	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহী।	০১৭৬১৪৫৩১৯৩	ratnaast87@gmail.com	ধাদাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,পুঠিয়া, রাজশাহী।

১১। মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নং	ই-মেইল
মো: লুৎফর রহমান	সহঃ শিক্ষা অফিসার	উপজেলা শিক্ষা অফিস, পুঠিয়া, রাজশাহী।	০১৭১১৪১৩৪০৬	